সারসংক্ষেপ

(Abstract)

অদ্বৈততত্ত্ব অনুসারে সমগ্র বেদ ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়াধিকরণে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" *(মাঃ উঃ ২)* এইরূপ অথর্ববেদীয় মহাবাক্য অনুসারে জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হওয়ায় জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যই সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ এবং অধিকারি ইত্যাদি অনুবন্ধের জ্ঞান না থাকিলে কেহই শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হন না। অদ্বৈতবেদান্তশাস্ত্রের একমাত্র প্রয়োজন হইল মোক্ষ। মোক্ষ হইল পরমপুরুষার্থ। অদ্বৈততত্ত্ব অনুযায়ী জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই হইল মোক্ষের প্রতি কারণ। সকল অদ্বৈতসম্প্রদায় মোক্ষকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানসাধ্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

প্রশ্ন হয় যে এই আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কীভাবে উৎপন্ন হয়। "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো" *(বৃঃ উঃ ৪/৫/৬)* এইরূপ *বৃহদারণ্যক* শ্রুতি আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিধান করিয়াছেন। যেহেতু আত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানস্বরূপ সেইহেতু এইরূপ জ্ঞানের প্রতি করণ অবশ্যই থাকিবে। "ফলাযোগব্যববচ্ছিন্নত্বম্ করণত্বম্" করণের এইরূপ নিয়মানুসারে যাহা কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকিয়া কার্যজননে সক্ষম হয় তাহাই করণ। প্রশ্ন হয় যে উক্ত শ্রুতিবিহিত শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের মধ্যে কোন্‌টি করণ বা প্রধান এবং কোন্‌গুলি সেই করণের সহকারী বা অপ্রধান?

শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিরুদ্ধে কোন্‌টি করণ হইবে এবং কোন্‌গুলি তাহার সহকারী হইবে এই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রবণাদির করণত্ব প্রসঙ্গে অদ্বৈতশাস্ত্রে মুখ্যতঃ তিনটি মত দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে *ব্রহ্মসিদ্ধি*কার মণ্ডনমিশ্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি নিদিধ্যাসনকে করণরূপে স্বীকার করেন, তাঁহার এই মতবাদ প্রসঙ্খ্যানবাদ নামে প্রসিদ্ধ। *শাঙ্করভাষ্যের ভামতী* টীকার রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্র সংস্কারসহকৃত মনকে আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণরূপে স্বীকার করেন, তাঁহার এই মতবাদ মনঃকরণতাবাদ নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিবরণসম্প্রদায় প্রসঙ্খ্যান বা মনকে

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার না করিয়া শব্দকে করণরূপে স্বীকার করিয়াছেন, বিবরণসম্মত এই মতবাদ শাব্দাপরোক্ষবাদ নামে খ্যাত।

'প্রসঙ্খ্যান' পদটি যোগদর্শন হইতে সংগৃহীত *ব্রহ্মসিদ্ধি*কার মণ্ডন মিশ্র স্বমত প্রণয়নের নিমিত্ত বলেন যে, শ্রুতি যেহেতু শ্রবণ এবং মননের অনন্তর নিদিধ্যাসনের বিধান দিয়াছেন, সেইহেতু নিদিধ্যাসন বা ধ্যানই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে প্রতি করণ এবং শ্রবণ ও মনন তাহার সহকারী। কিন্তু যদি শ্রবণকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণরূপে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে মনন এবং নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠানের পূর্বেই শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া যাওয়ায় মনন এবং নিদিধ্যাসনের উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং শ্রবণ করণ বা অঙ্গী হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত শ্রবণ অসম্ভাবনানিবর্তকরূপ তর্ক এবং নিদিধ্যাসন বিপরীতভাবনানিবর্তকরূপ তর্ক, ফলতঃ উহারা প্রমাণ নহে। কেবলমাত্র প্রসিদ্ধপ্রমাণসমূহের দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজ্ঞানরূপ প্রমা উৎপন্ন হইতে পারে। যেহেতু শ্রবণ এবং মনন প্রসিদ্ধ না হওয়ায় তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক প্রমা উৎপন্ন হইতে পারে না, সেইহেতু শবণ এবং মনন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণ নহে। এতদ্ব্যতীত অধ্যাসবশতঃই জীব ব্রহ্মের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করেন না। এই ভ্রম সাক্ষাৎকারাত্মক। শ্রবণাখ্যতর্ক অপ্রমাণ হওয়ায় এবং শব্দ পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করায়, তাহাদের দ্বারা অপরোক্ষভ্রম বা সাক্ষাৎকারাত্মকভ্রম নিবৃত্ত হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে জীবের চিত্তে যে দৃঢ়ভ্রমসংস্কার থাকে তাহা ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানের বারংবার অভ্যাসের দ্বারাই উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই কারণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি নিদিধ্যাসনই প্রমাণ।

*ভামতী*কার অন্য বহু বিষয়ে মণ্ডনমিশ্রের মত স্বীকার করিলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি তিনি প্রসঙ্খ্যানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। প্রসঙ্খ্যানবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে কোনও বিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া তাহার বারংবার চিন্তন করিলে সেই বিষয়ে কাহারও অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। নিদিধ্যাসন হইল চিত্তগতদোষনিবর্তকরূপ তর্ক, ফলতঃ তাহা প্রসিদ্ধপ্রমাণ হইতে পারে না পারায় তাহার দ্বারাও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারূপ অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না।

প্রসঙ্খ্যানবাদিগণ আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, কামাতুরব্যক্তির নিরন্তর কামিনীচিন্তাজনিত কামের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এইরূপ কামিনীসাক্ষাৎকার অপরোক্ষাত্মক হওয়ায় ইহাই সিদ্ধ হয় যে অপরোক্ষজ্ঞান নিদিধ্যাসনের দ্বারাও উৎপন্ন হইতে পারে।

এইরূপ আপত্তির উত্তর এই যে নিরন্তর কামিনীরচিন্তাজনিত যে কামিনীসাক্ষাৎকার তাহা জ্ঞাতার চিত্তগত দোষজন্যই হইয়া থাকে অতএব উহা অপ্রমা। সুতরাং প্রসঙ্খ্যান কোনওভাবেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণ হইতে পারে না।

*ভামতী*কার শাব্দাপরোক্ষবাদিগণের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বলেন যে, শব্দের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ শব্দ হইল পরোক্ষপ্রমাণ। পরোক্ষপ্রমাণের দ্বারা পরোক্ষপ্রমাই উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু যদি শব্দরূপ পরোক্ষপ্রমাণের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে প্রমাণব্যবস্থা ক্ষুন্ন হইবে। কার্য সর্বদাই কারণজাতীয় হইয়া থাকে। যদি একজাতীয় কারণ হইতে অন্যজাতীয় কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে এই কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে কুটজবৃক্ষ হইতে বটাঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, যাহা যুক্তিযুক্ত নহে। এতদ্ব্যতীত শব্দের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করিলে শব্দ প্রত্যক্ষপ্রমার করণ হওয়ায় শব্দকে প্রত্যক্ষপ্রমাণরূপে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কেহই শব্দকে প্রত্যক্ষপ্রমাণরূপে স্বীকার করেন না।

সুতরাং জীব এবং ব্রহ্মবিষয়ক যে ঐক্যসাক্ষাৎকার তাহা মনরূপ অন্তঃকরণের দ্বারাই হইতে পারে। তবে তাহা কেবল মন নহে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা সংস্কৃত মন। সুতরাং সংস্কৃত মন বা অন্তঃকরণই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণ বা প্রমাণ।

*বিবরণ*সম্প্রদায় মনঃকরণতাবাদ বা প্রসঙ্খ্যানবাদ ইহাদের মধ্যে কোনও মতই স্বীকার করেন নাই, বরং খণ্ডন করিয়াছেন। অনন্তর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি শব্দকেই করণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। এই মতবাদ শাব্দাপরোক্ষবাদ নামে খ্যাত।

শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ প্রসঙ্খ্যানবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত বলিয়াছেন যে প্রসঙ্খ্যান তর্ক হইবার জন্য প্রসিদ্ধপ্রমাণজন্যত্ব নাই, সুতরাং প্রসঙ্খ্যানের দ্বারা প্রমা উৎপন্ন হইতে পারে না। অনন্তর মনঃকরণবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত বলেন যে, বিবরণমতে মন ইন্দ্রিয় নহে, তাহা জড়। মন ইদ্রিয় নহে এই বিষয়ে বহুশ্রুতি উপলব্ধ হয়। মনের অনিন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে তাঁহারা "বিমতং অন্তঃকরণঃ সাবয়বঃ সাদিদ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সুতরাং মনরূপ অন্তঃকরণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কারণ হইতে পারে না।

*বিবরণ*সম্প্রদায় বলেন শব্দ অপরোক্ষজ্ঞানজননে সমর্থ না হইলেও যেইস্থলে প্রমাতৃসত্তাতিরিক্তসত্তাকত্বের অভাব থাকে সেই স্থলে শব্দের দ্বারাও অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। শব্দের দ্বারাও যে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে সেই প্রসঙ্গে তাঁহারা একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেন, নোকাবিহার হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সকলে প্রত্যাবর্তন করিতেছে কিনা তাহা যাচাই করিবার নিমিত্ত কেহ যদি গননা করেন এবং সেই গননাকালে যিনি গননা করিতেছেন তিনি যদি নিজেকে ব্যতিরেকে গননা করেন তাহা হইলে প্রতিবারই একজনের অভাব হইবে। ইহা লক্ষ্য করিয়া কেহ যদি বলেন যে 'তুমিই দশম ব্যক্তি' এই বাক্য শ্রবণের অনন্তরই গননাকারী ব্যক্তির স্ববিষয়ে দশমত্বের অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া যায়। এইস্থলে প্রমাতা অতিরিক্ত কোনও জ্ঞেয়বিষয়ের সত্তা না থাকায় শব্দের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতি শব্দ করণ হইতে পারে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার স্থলেও ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ এই বিষয়ে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা যথাক্রমে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে অসম্ভাবনা, বিপরীতভাবনা এবং চিত্তগত দোষ দূরীভূত হইলে জ্ঞাতা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য দ্বারাই ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ক সাক্ষাৎকার করিতে পারেন।

এই গবেষণানিবন্ধ মূলতঃ *ব্রহ্মসূত্র*, *শাঙ্করভাষ্য*, মণ্ডনমিশ্র প্রণীত *ব্রহ্মসিদ্ধি*, বাচস্পতিমিশ্রকৃত *ভামতী*, পদ্মপাদাচার্যকৃত *পঞ্চপাদিকা*, প্রকাশাত্মযতিকৃত *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, মধুসূদন সরস্বতীকৃত *অদ্বৈতসিদ্ধি* প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।